দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 14 MAY 2010
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ১

৪১ ভাগ ছাত্রী স্কুলকে নিরাপদ স্থান বিবেচনা করে না

একশন এইডের গবেষণা

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

শতকরা ৪১ ভাগ ছাত্রী স্কুলকে তাদের নিরাপদ স্থান হিসেবে বিবেচনা করে না। ৬৩ দশমিক ৬ ভাগ ছাত্র-ছাত্রী বলেছে, শিক্ষকরা তাদের প্রতি অসৌজন্যমূলক ভাষা ব্যবহার করে। ১৩ দশমিক ৭ভাগ ছাত্রী বলেছে, তারা তাদের শিক্ষক দ্বারা উত্যক্ত হয়।

গত বুধবার বিকেলে জাতীয় প্রেসক্লাবে 'যৌন হয়রানি প্রতিরোধে সকল প্রকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে একশন এইড বাংলাদেশের উপস্থাপিত গবেষণা পত্রে এ তথ্য জানানো হয়।

বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের স্থায়ী কমিটির সভাপতি মেহের আফরোজ চুমকি দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি বন্ধে নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের আহবান জানান। অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে অধ্যাপক আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদ বলেন, ইভটিজিং ও যৌন হয়রানি প্রতিরোধে আইন কঠোর করতে হবে। যৌন হয়রানির কাজে যখন কোন শিক্ষক লিপ্ত হয়ে পড়েন তখন তার আর শিক্ষকতা করার যোগ্যতা থাকেনা।

বক্তারা সরকার কর্তৃক যৌন হয়রানির একটি সার্বজনীন ও স্পষ্ট সংজ্ঞা নির্ধারণের দাবি জানান। এ বিষয়ে প্রচারণা করাসহ আইনগত দাবি জানান তারা।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ও গণসাক্ষরতা অভিযান-এর নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, শিক্ষক প্রশিক্ষণে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে গুরুত্ব দিতে হবে। কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানির অভিযোগ থাকলে সেই প্রতিষ্ঠানটির এমপিও বাতিল করার নিয়ম করতে হবে।

একশন এইড বাংলাদেশ-এর সহযোগিতায় গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করেন সাপ্তাহিক-২০০০ ও জাতীয় কন্যা শিশু এডভোকেসি ফোরাম। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর ড. বদিউল আলম মজুমদার। বক্তব্য রাখেন, স্কুল ছাত্র-ছাত্রীসহ একশন এইডের উইমেন রাইটস-এর প্রধান নাসিমা ইমাম চৌধুরী, শাহীন আক্তার ডলি, সাপ্তাহিক-২০০০ এর সহযোগী সম্পাদক মহসিন আরাফাত, মনোবিজ্ঞানী ফরিদা আক্তার, নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রামের পরিচালক ড. আবুল হোসেন, বিএনডব্লিউএলএ'র রেহানা সুলতানা প্রমুখ।